10D

বৌদ্ধকোষ

Encyclopaedia of Buddhism

পঞ্চম খণ্ড

পালি বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২০০৪-২০০৫

সম্পাদকীয় নিবেদন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগ থেকে বৌদ্ধকোষ (Encyclopaedia of Buddhism) পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হল। বিশ্ববিখ্যাত এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীনতম ও ঐতিহ্য মণ্ডিত এই পালি বিভাগে মহামহোপাধ্যায় ডঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, স্বামী পুণ্ণানন্দ, ভগবানচন্দ্র মহাস্থবির, ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া, ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত, আর কিমুরা, গোকুলদাস দে, ডঃ অনুকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল বড়ুয়া, ডঃ সুকুমার সেনগুপ্ত, ডঃ হেরম্বনাথ চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী প্রমুখ বহু মনীষী এবং বৌদ্ধ সাহিত্য ও দর্শনে সুপণ্ডিত আচার্যগণ অধ্যাপনা করেছেন এবং বৌদ্ধশাস্ত্র ও ইতিহাস আলোচনা করে যে সকল গ্রন্থ ও নিবন্ধ রচনা করেছেন তা বিশ্বের দরবারে খ্যাতি ও স্বীকৃতি লাভ করেছে সেজন্য এই বিভাগ তথা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ গৌরবের দাবী রাখে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান অধ্যাপকগণ ও সংস্কৃত কলেজের পালি বিভাগের বর্তমান অধ্যাপিকাবৃন্দের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই পঞ্চম খণ্ড সম্পূর্ণ হল। ভুল ত্রুটি মার্জনীয়। পরিশেষে আমরা ভগবান বুদ্ধের বাণী স্মরণ করি—

> "ন পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কতাকতং,
> অত্তনো'ব অবেক্‌খেয্য কতানি অকতানি চ।"

অর্থাৎ পরের দোষগুণ, পরের কৃত কিংবা অকৃতকর্মের কথা চিন্তা না করে নিজের ভাল-মন্দ কার্যের বিচার করা উচিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বুদ্ধ পূর্ণিমা
২০০৫

সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে
বেলা ভট্টাচার্য
কার্যকরী সম্পাদিকা

তক্ক (তক্র) জাতক—৬৩

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে গঙ্গাতীরে আশ্রম নির্মাণ করে ধ্যানসুখে নিমগ্ন থাকতেন। ঐ সময় বারাণসীর এক শ্রেষ্ঠীর অত্যন্ত অভদ্র এক কন্যা ছিল এবং সে দাস-দাসীদের সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করত। একদিন সেই দাসদাসীরা সুযোগ পেয়ে তাকে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করল। সেই দুষ্টকন্যা জলপ্রবাহে ভাসতে ভাসতে বোধিসত্ত্বের আশ্রমের কাছে উপস্থিত হল। বোধিসত্ত্ব তার আর্তনাদ শুনে তাকে উদ্ধার করে তাঁর আশ্রমে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সেই দুষ্টকন্যা স্ত্রীজন সুলভ কুটিলতা ও বিলাস বিভ্রম প্রয়োগ করে বোধিসত্ত্বের চরিত্রস্খলন করল, তাঁর ধ্যানবল অন্তর্হিত হল। বোধিসত্ত্ব তাকে নিয়ে এক প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে বাস করতে লাগলেন এবং সেখানে তক্র (ঘোল) বিক্রি করে ভরণপোষণ নির্বাহ করতে লাগলেন। তিনি তক্র বিক্রি করতেন বলে লোকে তাঁকে তক্রপণ্ডিত বলতে লাগল।

একদিন তক্রপণ্ডিতের গ্রামে ডাকাতদল আক্রমণ করল। দুষ্টকন্যার রূপমুগ্ধ দস্যুদলপতি গ্রামবাসীদের সমস্ত সম্পত্তি লুট করে নিয়ে যাবার সময় তাকেও নিয়ে গেল এবং তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করল। এদিকে তক্র পণ্ডিত তাঁর স্ত্রীর ফিরে আসার প্রতীক্ষায় সেই গ্রামেই বাস করতে লাগলেন। কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকটি ভাবল সে দস্যুসর্দারের সঙ্গে সুখে বাস করছে, কিন্তু তক্রপণ্ডিত এসে তাকে নিয়ে গেলে তার সুখ থাকবে না। তাই সে দস্যুকে দিয়ে তক্রপণ্ডিতকে হত্যা করাবার জন্য তাঁকে দস্যুর ডেরায় ডেকে পাঠাল। তক্রপণ্ডিত অবশেষে ব্যভিচারিণী স্ত্রীর অভিসন্ধি বুঝতে পেরে দস্যুসর্দারকে সমস্ত পূর্বঘটনা খুলে বলল। দস্যুসর্দার সমস্ত শুনে তাকে হত্যা করল। তারপর তক্রপণ্ডিত ও দস্যুসর্দার দুজনেই প্রব্রজিত হয়ে বনের মধ্যে আশ্রম নির্মাণ করে বাস করতে লাগলেন এবং ধ্যানসাধনায় রত হলেন। সেই জন্মে আনন্দ ছিলেন সেই দস্যুদলপতি।

দ্রষ্টব্য : Jātakattha vannanā, ed. by V. Fausboll, Vol. I, p.p. 295-9.
জাতক, ঈশানচন্দ্র ঘোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩২-৫।
D.P.P.N., Vol. I, pp. 980-1.

শুভ্রা বড়ুয়া

তক্কল জাতক—৪৪৬

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় কাশীরাজ্যের একটি গ্রামে কোন কুলে বাসিষ্টক নামে একমাত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল। সে মাতাপিতা উভয়েরই সেবা করত এবং কালক্রমে মায়ের মৃত্যুর পর পিতার সেবাতেই নিরত থাকত। পাছে পিতার সেবার ত্রুটি হয় সেজন্য সে বিয়ে করতে চাইত না। কিন্তু পরে তার বাবার ঐকান্তিক ইচ্ছায় সে বিয়ে করে এবং তাদের একটি পুত্র সন্তান হয়। বালকের ৭ বছর বয়সের সময় সে জানতে পারল তার মা তার পিতামহকে কৌশলে শ্মশানে নিয়ে হত্যা করে গর্তে চাপা দেবার ষড়যন্ত্র করছে। পরদিন সকালে তার বাবা যখন মায়ের ষড়যন্ত্র অনুসারে বাবাকে গরুর গাড়ীতে চাপিয়ে শ্মশানের দিকে চলল তখন সেও জোর করে সেই যাত্রায় সঙ্গী হল। শ্মশানে তার বাবা গর্ত খুঁড়ছে দেখে সে কারণ জিজ্ঞাসা করল এবং তার বাবা বলল যে ঐ অকেজো বুড়োটা এখন বোঝা, এই বোঝা নামানোর জন্যই সে গর্ত খুঁজছে। এই কথা শুনে ছেলেটি নীরব রইল। তারপর তার বাবা যখন একটু বিশ্রাম নেবার জন্য বসেছে সে তখন কোদালটা নিয়ে অন্য একটা গর্ত খুঁড়তে শুরু করল। কারণ জিজ্ঞাসা করলে ছেলেটি উত্তর দিল তার বাবাও যখন বৃদ্ধ ও অকেজো হয়ে যাবে তখন বাবার জন্য এই গর্ত খোঁড়া হচ্ছে। তার সন্তানের এই উক্তি বাসিষ্টকের জ্ঞানচক্ষু খুলে দিল। সে ঘরে ফিরে